MAMATA

সেবাই শক্তি

Since 1983

মমতা বার্তা

NEWSLETTER

বর্ষ ২০২৪, মমতা বার্তা

মমতা কর্তৃক প্রকাশিত একটি ঘরোয়া প্রকাশনা।

প্রান্তিক পর্যায়ে মমতার নারী সদস্যদের সাথে উঠান বৈঠক করছেন মমতার প্রধান নির্বাহী, একুশে পদকপ্রাপ্ত সমাজসেবক রফিক আহামদ।

মমতা বার্তা

বাড়ী # ১৩, রোড # ০১, লেইন # ০১
ব্লক - এল, হালিশহর হাউজিং এস্টেট,
চট্টগ্রাম- ৪২২৪। ফোন ঃ ০৩১-৭২৭২৯৫, ২৫১২৩২৭
ই-মেইল ঃ mamatahq@yahoo.com
Web: mamatabd.org

সম্পাদকীয়

দেশের অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবন যাত্রার মানোন্নয়নে নাগরিক হিসেবে আমাদের সকলের অনেক দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। এটি কেবল উন্নয়নকর্মী হিসেবে নয় বরং আমাদের সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশও বটে। সরকারের একার পক্ষে এই বিশাল জনগোষ্ঠীর কল্যাণে নিরবিচ্ছিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করা অনেক সময় সম্ভব হয়ে উঠে না। সরকারের সহায়ক শক্তি হিসেবে বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থাসমুহ এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে আসছে। বাংলাদেশ স্বাধীনের পূর্বাপর সরকারের পাশাপাশি দেশ গড়ার কাজে এদেশের বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থাসমুহ (এনজিও) মৌলিক মানবাধিকারসহ নানা সেক্টরে নিরলসভাবে অবদান রেখে চলেছে। এছাড়াও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে এনজিওসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এসডিজি অর্জনে ও কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়নে সরকারের পাশাপাশি এনজিওসহ সকল শ্রেণী-পেশার মানুষরা দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে আন্তরিকতার সাথে কাজ করে আসছে। তারই ধারাবাহিকতায় বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা 'মমতা' আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ১৯৮৩ সন হতে কাজ করে আসছে বিশেষত; চট্টগ্রাম অঞ্চলে। চট্টগ্রামের বরেণ্য সমাজসেবক একুশে পদকপ্রাপ্ত রফিক আহামদ এর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত সংস্থা 'মমতা' শুরুতে দারিদ্রপিড়ীত জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যসেবা নিয়ে বিশেষত; মা ও শিশু স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে এগিয়ে আসে। এর পরবর্তীতে দারিদ্র্য বিমোচন, উদ্যোক্তা সৃষ্টি, নারীর ক্ষমতায়ন ও অধিকার প্রতিষ্ঠা, কৃষি-মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ, প্রবীনদের জীবনমান উন্নয়ন সহ নানাবিধ কার্যক্রম পরিচালনা করে এতদ্বঅঞ্চলের একটি আস্থার প্রতিষ্ঠান হিসেবে সুনাম অর্জণ করেছে। মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা পরিচালনায় স্বীকৃতি পেয়েছে জাতীয়ভাবে। মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা, পরিবার পরিকল্পনায় অনবদ্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ মমতা এ পর্যন্ত ১৬ বার শ্রেষ্ঠ সংগঠনের পুরষ্কার পেয়েছে জেলা, বিভাগ ও জাতীয়ভাবে। দারিদ্র্য বিমোচনেও মমতার অবদান অসামান্য ও অনন্য। বিশেষত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কল্যাণে নিরলসভাবে কাজ করে আসছে মমতা। তাদেরকে জামানত বিহীন ঋণ প্রদান, প্রশিক্ষন সহায়তাসহ নানা কর্মোদ্দমী কর্মসূচিতে তাদের পাশে দাঁড়িয়েছে মমতা। এসকল কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ সিটি ফাউন্ডেশন কর্তৃক সারাদেশের মধ্যে 'শ্রেষ্ঠ ক্ষুদ্রঋণ সংস্থা বা বেস্ট এমএফআই অ্যাওয়ার্ড-২০১৭' লাভ করে মমতা। আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে মমতার এই অগ্রযাত্রায় সরকারী বেসরকারী সহযোগি সংস্থাসমুহ সকল শুভানুধ্যায়ীর নিকট পরম কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে। সকলের ঐকান্তিক সহযোগিতা মমতা এখন আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে একটি ব্রান্ড হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে।

মমতার পরিচালিত বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে সচিত্র প্রতিবেদনও তথ্যাবলির তুলে ধরার প্রয়াস হলোঃ 'মমতা বার্তা' প্রকাশ। 'মমতা বার্তা' এই সংস্থার নিজস্ব প্রকাশনা যা অবানিজ্যিক প্রচার ও প্রকাশিত হয়ে আসছে। বিগত সময়ে অনিবার্য কারণবশত 'মমতা বার্তা' নিয়মিতভাবে প্রকাশ করা সম্ভব হয় নি। আশা করি, আগামীতে নিয়মিতভাবে মমতা বার্তা প্রকাশিত হবে। নবউদ্যোমে পরিচালিত হবে এ প্রকাশনার ধারাবাহিকতা। মমতা বার্তা' ছাপা কপি সবার নিকট পৌঁছানো সম্ভব হয় না ক্ষেত্র বিশেষে। তাই সকলের সুবিদার্থে মুদ্রণের পাশাপাশি মমতা বার্তা এখন ওয়েব ভার্সণেও পাওয়া যাবে। সংস্থার নিজস্ব ওয়েবসাইটে (www.mamatabd.org) 'মমতা বার্তা'র কপিগুলো অনলাইনে আপলোড করা হবে। ফলে বিশ্বের যেকোন প্রান্ত থেকে অনলাইনে সবাই এটি পড়ার সুযোগ পাবে।

তাই মমতা'র সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মীবৃন্দ, স্টেকহোল্ডার, শুভানুধ্যায়ীগন নিয়মিত এটির প্রচার ও প্রসারে সহযোগিতা পূর্বের ন্যায় অব্যহত রাখবেন। সকলের ঐকান্তিক সহযোগিতায় মমতা বার্তা হোক একটি পাঠযোগ্য, তথ্যসমৃদ্ধ জ্ঞানের প্রকাশনা।

তৌহিদ আহমেদ।
সম্পাদক, মমতা বার্তা।

মমতা বার্তায় লিখা পাঠান

আপনার লিখা গল্প, প্রবন্ধ, ছবি ইত্যাদি কর্তৃপক্ষের যাচাই ও অনুমোদন সাপেক্ষে মমতা বার্তায় ছাপানো হবে।
লিখা ইমেইল করুন : pr.mamatabd@gmail.com

সদস্যদের মাঝে মমতার কৃষি ও মৎস্য উপকরণ বিতরণ

মমতার পরিচালিত কৃষি,মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিটের আওতায় মৎস্য ও কৃষিখাতের উপকরণ সদস্যদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। গত রবিবার নগরীর কর্ণফুলি উপজেলার কলেজবাজার শাখায় সদস্যদের মাঝে এসব উপকরণ বিতরণ করা হয়। সদস্যদের মাঝে কৃষি ও মৎস্য উপকরণ বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মমতার প্রধান নির্বাহী একুশে পদকপ্রাপ্ত ব্যক্তিত্ব রফিক আহামদ। পিকেএসএফ এর সহায়তায় পরিচালিত উক্ত ইউনিটের আওতায় বিতরণকৃত উপকরণ সমুহের মধ্যে ১৬জনকে পাঙ্গাস, মনোসেভ ও কার্পজাতীয় মাছের পোনা, কৃষিকাজের জন্য ২৯ জনকে আর্থিক প্রণোধনা, ২জনকে কাটিমন জাতের আমের চারা ও বলসুন্দরী জাতের কুল বা বরই গাছের চারা বিতরণ করা হয়। বিতরণকালে এসময় উপস্থিত ছিলেন মমতার সহকারী প্রধান নির্বাহী মোহাম্মদ শাহারিয়ার, পরিচালক ইকবাল আল মাহামুদ, সহকারী পরিচালক কৃষিবিদ মু. এনামুল হক সহ মমতার কৃষি ও মৎস্য ইউনিটের কর্মকর্তাবৃন্দ।

মমতার বিশেষ সাধারণ সভা'২৪

মমতার বিশেষ সাধারণ সভা ২৯ জুন শনিবার পটিয়াস্থ মমতা ডেইরী ফার্ম এন্ড এগ্রোর মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। কোরআন তেলওয়াতের মাধ্যমে সভার কার্যক্রম শুরু হয়। মমতার কার্যকরী পরিষদের সভাপতি জাহাঙ্গীর আলম জোসেফের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের উপপরিচালক মো. ফরিদুল আলম। বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা সমাজ সেবা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মো. ওয়াহীদুল আলম, অতিথি ছিলেন সমাজসেবা অফিসার মো. আলমগীর । সভায় বিগত সাধারণ সভার প্রস্তাবনা পেশ করেন মমতার সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক পূরবী দাশ গুপ্তা । বিগত বাজেট পর্যালোচনা ও ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেট মমতার কার্যকরী পরিষদের কোষাধ্যক্ষ অরুন কুমার সাহার পক্ষে পেশ করেন মমতার পরিচালক (অর্থ) ইকবাল আল মাহামুদ। সভায় প্রধান অতিথিসহ অন্যান্য অতিথিদের উপস্থিতিতে বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৩ এর মোড়ক উন্মোচন করা হয়। সভায় বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৩ হস্তান্তর করেন মমতার পরিচালক তৌহিদ আহমেদ। উক্ত সভায় ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের বাজেট, অডিটর নিয়োগ, এবং সংস্থার বার্ষিক প্রতিবেদন সর্বসম্মতভাবে গৃহীত ও অনুমোদিত হয়। মমতার প্রধান নির্বাহী একুশে পদকপ্রাপ্ত ব্যক্তিত্ব রফিক আহামদের সার্বিক তত্ত্বাবধানে সভার কার্যক্রম পরিচালিত হয়। সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন মমতা'র উপ-প্রধান নির্বাহী মো. ফারুক। বক্তব্য রাখেন - সাইফুল ইসলাম, জেসমিন সুলতানা পারু, বদিউজ্জামান খান ননী, মনসুর মাসুদ, মোস্তফা কামাল যাত্রা, মোহাম্মদ শাহারিয়ার, ডা. মোরশেদা বেগম, ডা. ফারহানা তাবাসসুম প্রমুখ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের উপ-পরিচালক মো. ফরিদুল আলম বলেন, একুশে পদক প্রাপ্ত সমাজসেবক রফিক আহামদ এর নেতৃত্বে মমতা যেভাবে এগিয়ে চলেছে তা সারাদেশের জন্য অনুসরনীয়। তিনি মমতার সকল কার্যক্রমের ও রফিক আহামদ এর সুদক্ষ নেতৃত্বের প্রশংসা করেন।

মমতা রাইজ প্রকল্পের বিনামূল্যে আই ক্যাম্প

মমতার পরিচালিত রিইমেজিনিং ইন্ডাস্ট্রি টু সাপোর্ট ইক্যুয়ালিটি-রাইজ প্রকল্পের উদ্যোগে তৈরী পোশাক শিল্পে কর্মজীবীদের জন্য বিনামূল্যে চক্ষু চিকিৎসা ক্যাম্প (আই ক্যাম্প) গত ৬ই মে সোমবার অনুষ্ঠিত হয়। নগরীর সিইপিজেডস্থ ইনটিমেইট ক্রিয়েশন লি. গার্মেন্ট ফ্যাক্টরীতে অনুষ্ঠিত উক্ত চক্ষু ক্যাম্পের আওতায় মোট ২১০ জন তৈরী পোশাক শ্রমিককে বিনামূল্যে চক্ষু চিকিৎসা প্রদান করা হয়। আইক্যাম্প এর সার্বিক অবস্থা পরিদর্শন করেন মমতার প্রধান নির্বাহী একুশে পদকপ্রাপ্ত ব্যক্তিত্ব রফিক আহামদ। এসময় উপস্থিত ছিলেন মমতার সহকারী প্রধান নির্বাহী মোহাম্মদ শাহারিয়ার, ইনটিমেইট ক্রিয়েশন লি. এর জিএম দেভনিহারা, ডিজিএম রাঘু, ফ্যাক্টরী ম্যানেজার ফেরদৌস সরকার, ফিন্যান্স ম্যানেজার আশুতোষ, সহকারী ম্যানেজার মো. আরিফ, মমতার প্রজেক্ট ম্যানেজার রুমি বড়ুয়া প্রমুখ। উক্ত ক্যাম্পে চক্ষুচিকিৎসা সেবা প্রদান করেন ডা. চিন্ময় মল্লিক ও ডা. নওশিন। বিশ্বব্যাপী সাপ্লাই চেইনে কমরত স্বল্পআয়ের নারী কর্মীদের জন্য স্বাস্থ্য, আর্থিক অর্ন্তভুক্তি, জেন্ডার সমতা, নারীর ক্ষমতায়ন, পোশাক কর্মীদের পরিবারে খাদ্য সহায়তা, স্বাস্থ্য সামগ্রী বিতরণ সহ বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে তাদের জীবনমান উন্নয়ন ও সহায়ক কর্মপরিবেশ সৃষ্টিতে কাজ করছে রাইজ প্রকল্প। মমতা'র এই প্রকল্প বাস্তবায়নে সহায়তা করছে বিজনেস ফর সোশ্যাল রেসপন্সিভিলিটি - বিএসআর। -

মমতা সঞ্চয় ও ঋণদান কর্মসূচির শাখা উদ্বোধন

মমতা সঞ্চয় ও ঋনদান কর্মসূচির আওতায় সম্প্রতি দুটি শাখার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। এ শাখা সমুহ হলো: চট্টগ্রাম জেলার মিরস্বরাই থানাধীন আবুর হাট শাখা, কুমিল্লা জেলার চৌদ্দগ্রামস্থ গুনবতী শাখা। মমতা'র নতুন শাখা সমুহ উদ্বোধন করেন মমতা'র প্রধান নির্বাহী রফিক আহামদ। এসময় উপস্থিত ছিলেন সহকারী প্রধান নির্বাহী মোহাম্মদ শাহারিয়ার, পরিচালক ইকবাল আল মাহামুদ, পরিচালক প্রিয়তোষ দাশ, উপ-পরিচালক আহমদ ইউসুফ হারুন প্রমুখ । এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন সংশ্লিষ্ট জোনের সহকারী পরিচালক, সিনিয়র এরিয়া ম্যানেজার, ব্রাঞ্চ ম্যানেজারসহ অন্যান্যরা। উল্লেখ্য, শহর ও গ্রামের অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর কল্যানে উদ্যোক্তা সৃষ্টি, দারিদ্র্যতা বিমোচন, প্রান্তিক পর্যায়ে নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিতকল্পে নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টি, ক্ষুদ্র ব্যবসায় সম্প্রসারন, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের বিকাশে সকল উদ্যোমীদের প্রশিক্ষন ও ঋণ সুবিধা নিশ্চিতে কাজ করছে মমতা সঞ্চয় ও ঋণদান কর্মসূচি।

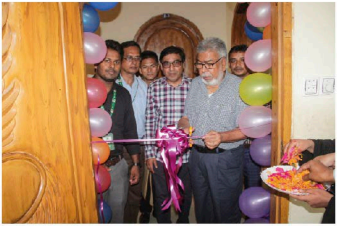

মমতার কৈশোর মেলা ও পুরষ্কার বিতরণী

মমতা পরিচালিত কৈশোর কর্মসূচির উদ্যোগে নগরীর হালিশহরস্থ মমতা অডিটরিয়াম প্রাঙ্গনে কিশোর-কিশোরীদের অংশগ্রহণে মমতা'র কৈশোর মেলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও পুরষ্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে কৈশোর মেলার উদ্বোধন করেন সিএমপি ডাবলমুরিং জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার সব্যসাচী মজুমদার। উদ্বোধন শেষে মেলার স্টল ও কিশোর-কিশোরীদের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শণ করেন অতিথিবৃন্দ। মমতার উপ-প্রধান নির্বাহী মো. ফারুক এর সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন মমতার পরিচালক তৌহিদ আহমেদ, হালিশহর থানার এসআই সহদেব কুমার সরকার, বিশিষ্ট সমাজসেবক মাসুদ করিম চৌধুরী ও মমতা কৈশোর কর্মসূচির ফোকাল পারসন ও সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার সহ অন্যান্যরা। অভিভাবকদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মৌসুমি সুলতানা পান্না, কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ফরহাদ ও প্রেমা। পিকেএসএফ এর সহায়তায় পরিচালিত উক্ত কর্মসূচির কৈশোর মেলায় কিশোর-কিশোরা বাংলাদেশ ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক নিজেদের তৈরী দেয়ালিকা প্রদর্শণ, পুষ্টি বিষয়ক স্টলের মাধ্যমে সচেতনতা সৃষ্টি, বিনামূল্যে স্বাস্থ্য ক্যাম্প ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ও ম্যারাথন প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের মাঝে পুরষ্কার বিতরণ করা হয়।

প্রধান অতিথির বক্তব্য সহকারী পুলিশ কমিশনার সব্যসাচী মজুমদার বলেন, পড়াশুনার পাশাপাশি কিশোর-কিশোরীরা এধরনের গঠনমূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করলে অপরাধমূলক কার্যক্রম থেকে দূরে থাকতে পারবে। এ ধরনের আয়োজনের জন্য তিনি মমতা ও পিকেএসএফ এর প্রশংসা করেন।

সদস্যদের মাঝে মমতার কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপকরণ বিতরণ

মমতা পরিচালিত সমন্বিত কৃষি ইউনিটের আওতায় সম্প্রতি উপকারভোগীদের মাঝে কৃষি, প্রাণিসম্পদ ও মৎস্য উপকরণ বিতরণ করা হয়েছে। চট্টগ্রামের আনোয়ারা উপজেলাধীন মমতার চাতুরী শাখার অর্ন্তভুক্ত এসব উপকারভোগীদের মধ্যে নিরাপদ সবজি চাষ প্রদর্শনীর জন্য ১৫ জনকে আর্থিক প্রণোদনা, প্রাণিসম্পদ খাতে পাঁঠা মোটাতাজাকরন এর জন্য ২টি করে পাঁঠা ক্রয়ের জন্য ৬ জনকে, অধিক উৎপাদনশীল মাসকোভি জাতের হাঁস পালন প্রদর্শনীর জন্য ৫ জনকে আর্থিক প্রণোদনা প্রদান করা হয়। এছাড়াও মৎস্য খাতে ৫ জন সদস্যকে মাছের পোনা চাষে উদ্যোক্তা তৈরি প্রদর্শনী, ২ জন সদস্যকে আধা-নিবিড় পদ্ধতিতে শিং/মাগুর - কার্প মাছের মিশ্র চাষ প্রদর্শনী ও ১ জন সদস্যকে জলবায়ু সহনশীল ভেটকি ও তেলাপিয়া মাছ চাষ প্রদর্শনীর উপকরণ বিতরণ করা হয়। উপকরণের মধ্যে ছিলো জীবাণুনাশক, অক্সিজেন ট্যাবলেট, চুন, রাসায়নিক সার, ঝাঁকি জাল, ব্লু-নেট, বিভিন্ন শাক ও সবজির বীজ, সবজির চারা, সাইনবোর্ড ও রেকর্ড বুক প্রভৃতি। উক্ত বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মমতা'র কৃষি, প্রাণিসম্পদ ও মৎস্য ইউনিটের সহকারী পরিচালক ও ফোকাল পার্সন মুহাম্মদ এনামুল হক, চাতরী শাখা ব্যবস্থাপক ও এএলএফ ইউনিটের কর্মকর্তাবৃন্দ।

বর্ণাঢ্য আয়োজনে মমতার বার্ষিক সম্মিলন ২০২৪

বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা মমতা'র বার্ষিক সম্মিলন ২০২৪, শুক্রবার ৮ই মার্চ সন্ধ্যায় নগরীর একটি অভিজাত কনভেনশন সেন্টারে বর্ণাঢ্য আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয়। বেলুন ও শান্তির পায়রা উড়িয়ে অনুষ্ঠান ও পন্য প্রদর্শণীর স্টল উদ্বোধন করেন মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি (এমআরএ)'র এক্সিকিউটিভ ভাইস চেয়ারম্যান মো. ফসিউল্লাহ্। মমতার কার্যকরী পরিষদের সভাপতি মো. জাহাঙ্গীর আলম জোসেফ এর সভাপতিত্বে সম্মিলনে প্রধান অতিথি ছিলেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র বীরমুক্তিযোদ্ধা মো. রেজাউল করিম চৌধুরী। মমতা'র প্রধান নির্বাহী একুশে পদকপ্রাপ্ত সমাজসেবক রফিক আহামদ এর সার্বিক তত্বাবধানে অনুষ্ঠিত সম্মিলনে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন পিকেএসএফ এর অতিরিক্তি ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ ফজলুল কাদের, পরিবার পরিকল্পনা চট্টগ্রাম বিভাগীয় পরিচালক গোলাম মো. আজম, এমআরএ-এর নির্বাহী পরিচালক মুহাম্মদ মাজেদুল হক, চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবের সভাপতি সালাহ্উদ্দিন মো. রেজা। জাতীয় সংগীত, পবিত্র ধর্মগ্রন্থ সমূহ পাঠের মাধ্যমে সম্মিলনের সূচনা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে মমতার সকল কার্যক্রমের উপর আলোকপাত করে সূচনা বক্তব্য করেন পরিচালক তৌহিদ আহমেদ।

সম্মিলনে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি (এমআরএ)'র এক্সিকিউটিভ ভাইস চেয়ারম্যান মো. ফসিউল্লাহ্ কে বিশেষ সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন মমতা'র উপ-প্রধান নির্বাহী মো. ফারুক। বক্তব্য রাখেন সাবেক সাংসদ সাবিহা মুসা, চসিক কাউন্সিলর নাজমুল হক ডিউক, চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ডীন ডা. হাফিজুল ইসলাম, সিদীপ এর নির্বাহী পরিচালক মিফতা নাঈম হুদা, বিশিষ্ঠ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব আশফাক আহমেদ, জেসমিন সুলতানা পারু, মোস্তফা কামাল যাত্রা, মোহাম্মদ শাহারিয়ার, স্বপ্না তালুকদার প্রমুখ। সম্মিলনে মমতা'র প্রকল্প/কর্মসূচি সমূহের ভিডিও উপস্থাপনা, মমতা'র উপকারভোগী শ্রেষ্ঠ উদ্যোক্তা অ্যাওয়ার্ড, শ্রেষ্ঠ কর্মী অ্যাওয়ার্ড, সাংস্কৃতিক পরিবেশনা,র‌্যাফেল ড্র সহ নানা আয়োজন পরিচালিত হয়।

উদ্বোধকের বক্তব্যে মো. ফসিউল্লাহ্ বলেন, একুশে পদকপ্রাপ্ত রফিক আহামদ এর নেতৃত্বে মমতা আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে যেভাবে কাজ করে আসছে, তা দেশের মানুষের নিকট রোল মডেল হয়ে থাকবে। তিনি তার কর্মগূনে রাষ্ট্র হতে স্বীকৃতি পেয়েছেন। মমতা তার কাজের ধারা এভাবে অব্যহত রাখবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

শারীরিক প্রতিবন্ধীকে মমতা'র বিনামূল্যে হুইলচেয়ার বিতরণ

সরোজ আলী (ছদ্ম নাম) শারীরিক প্রতিবন্ধকতায় হাঁটা চলা করতে পারছেন না দীর্ঘ দিন ধরে। শারীরিক প্রতিবন্ধকতা নিয়েই মানবেতর জীবন যাপন করেছেন তিনি। নগরীর হালিশহরের বিভিন্ন রাস্তায় ভিক্ষা করে চলেন তিনি। শারীরিক প্রতিবন্ধী (বিশেষভাবে সক্ষম) ব্যক্তি হিসেবে সরোজ আলীর বিষয়টি মানবিক দিক বিবেচনায় তাকে একটি হুইল চেয়ার প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা মমতা। সম্প্রতি মমতা'র উদ্যোগে উক্ত ব্যক্তিকে বিনামূল্যে একটি হুইলচেয়ার বিতরণ করেন মমতা'র প্রধান নির্বাহী, একুশে পদকপ্রাপ্ত ব্যক্তিত্ব রফিক আহামদ। মমতা অডিটরিয়ামের প্রাঙ্গনে বিতরণকালে এসময় উপস্থিত ছিলেন মমতা'র কার্যকরী পরিষদের সভাপতি মো. জাহাঙ্গীর আলম জোসেফ, উপ-প্রধান নির্বাহী মো. ফারুক, সহকারী প্রধান নির্বাহী মোহাম্মদ শাহারিয়ার প্রমুখ।

শারীরিক প্রতিবন্ধীকে হুইল চেয়ার প্রদান করছেন মমতার প্রধান নির্বাহী রফিক আহামদসহ অন্যান্যরা

প্রবীণদের মাঝে বিনামূল্যে মমতা'র শীতবস্ত্র বিতরণ

মমতা পরিচালিত প্রবীন জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসুচির আওতায় চন্দনাইশ উপজেলার বরকল ইউনিয়নে অসহায় শীতার্তদের মাঝে সম্প্রতি বিনামূল্যে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। মমতা'র প্রধান নির্বাহী রফিক আহামদ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত শীতবস্ত্র বিতরণ কর্মসূচিতে সম্মানীত অতিথি ছিলেন পিকেএসএফ এর উপ-ব্যবস্থাপক সুমন চৌধুরী। এসময় উপস্থিত ছিলেন মমতার প্রধান নির্বাহী পত্নী শাহাজাদী বেগম, সহকারী প্রধান নির্বাহী মোহাম্মদ শাহারিয়ার, পরিচালক প্রিয়তোষ দাশ, ইউনিয়ন প্রবীন কমিটির সাধারন সম্পাদক সুমন বড়ুয়াসহ উক্ত কর্মসুচির সহকারী পরিচালক, প্রোগ্রাম অফিসার সহ অন্যান্যারা । পিকেএসএফ এর সহায়তায় পরিচালিত উক্ত কর্মসূচির আওতায় বরকল ইউনিয়নে ১০০ জন, হাটহাজারীর গড়দুয়ারায় ১০০ জন, উত্তর মাদার্শায় ১০০ জন, ছিপাতলীতে ১০০ জন ও মির্জাপুর ইউনিয়নে ১০০ প্রবীণসহ ৫টি ইউনিয়নে মোট ৫০০ জনকে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। এছাড়াও ভিন্নভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের মাঝে বিনামূল্যে হুইলচেয়ার বিতরণ করা হয়। শীতবস্ত্র ও হুইলচেয়ার বিতরণকালে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিসহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

সদস্যদের অংশগ্রহণে মমতার উঠান বৈঠক

নিয়মিত মাঠ পরিদর্শণের অংশ হিসেবে মমতা'র প্রধান নির্বাহী ও একুশে পদকপ্রাপ্ত ব্যক্তিত্ব আলহাজ্ব রফিক আহামদ কর্ণফুলি উপজেলার কলেজবাজার শাখার কার্যক্রম সম্প্রতি সরেজমিন পরিদর্শণ করেন। এসময় তিনি সদস্যদের অংশগ্রহণে উঠান বৈঠকে যোগদান করে সদস্যদের সাথে মতবিনিময় করেন। এসময় দলীয় সদস্যদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধিতে দলনেত্রীদের দায়িত্ব সম্পর্কে এবং প্রান্তিক পর্যায়ের সদস্যদের যাবতীয় উদ্যোগ ও সম্ভাবনার কথা উঠে আসে। এছাড়া গত শনিবার ১৮ই মে, নিয়মিত মাঠ পরিদর্শণের অংশ হিসেবে মমতা'র প্রধান নির্বাহী ও একুশে পদকপ্রাপ্ত ব্যক্তিত্ব আলহাজ্ব রফিক আহামদ পটিয়া উপজেলার পাঁচুরিয়া শাখার কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শণ করেন। এসময় তিনি মমতা সঞ্চয় ও ঋনদান কর্মসূচির 'দলনেত্রীদের নেত্রীত্বের বিকাশ ও দল ব্যবস্থাপনা বিষয়ক' এক কর্মশালায় যোগদান করে সদস্যদের সাথে মতবিনিময় করেন। সমাজের প্রতিটি মানুষের মর্যাদা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ বিনির্মানে নারীর ক্ষমতায়ন জরুরী বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। এসময় মমতার অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। মমতা'র প্রধান নির্বাহী রফিক আহামদ বলেন, বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকে তরান্বিত করতে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থাসমুহ নিরলসভাবে কাজ করে আসছে। মমতা সরকারের সহায়ক শক্তি হিসেবে সমাজের অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর কল্যানে বিগত চার দশকেরও বেশি সময় ধরে কাজ করছে।

মমতার সদস্যদের সাথে উঠান বৈঠক করছেন মমতার প্রধান নির্বাহী, একুশে পদকপ্রাপ্ত সমাজসেবক রফিক আহামদ।

মমতা প্রাইজ প্রজেক্টের ৬মাস ব্যাপি কারিগরী প্রশিক্ষন

মমতা পরিচালিত পার্টনারশীপ রিইনফোর্সমেন্ট ফর ইনটিগ্রেটেড স্কীল এ্যানহেন্সমেন্ট (প্রাইজ) এর আওতায় শিক্ষার্থী ও মাস্টারক্রাফ্ট পারসনদের অংশগ্রহনে সম্প্রতি দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি প্রশিক্ষন সম্পন্ন হয়। কর্ণফুলী থানাধীন মমতার কলেজবাজার শাখায় 'এমপাওয়ারিং মোস্ট ডিজঅ্যাডভান্টেজ্ড এডোলেসেন্ট, ইউথ এন্ড ইয়াং উইমেন বাই ক্রিয়েটিং অ্যান ইকোসিস্টেম ফর অল্টারনেটিভ লার্নিং প্রোগ্রামের' আওতায় এ দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচির প্রশিক্ষন আয়োজিত হয়। কর্ণফুলি উপজেলার মোট ৫০ জন প্রশিক্ষনার্থীকে কম্পিউটার, টেইলারিং ও বিউটিফিকেশন বিষয়ে ৬ মাসব্যাপী এসব বিষয়ে কারিগরী প্রশিক্ষন প্রদান করা হয়। এসব প্রশিক্ষনার্থীদের মধ্যে ৪৬জনই বর্তমানে বিভিন্ন স্থানে কর্মসংস্থান লাভ করে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হয়েছেন। প্রশিক্ষনের সমাপনী ও সনদ বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মমতার প্রধান নির্বাহী, একুশে পদকপ্রাপ্ত সমাজসেবক রফিক আহামদ। আন্তর্জাতিক সংস্থা ব্র্যাক এর সহায়তায় পরিচালিত উক্ত কর্মসূচির সনদ প্রদান অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন মমতার উপ-প্রধান নির্বাহী মো. ফারুক, সহকারী প্রধান নির্বাহী মোহাম্মদ শাহারিয়ার, পরিচালক সুব্রত বড়ুয়া সহ অন্যান্যরা।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মমতার প্রধান নির্বাহী রফিক আহামদ বলেন, বর্তমান আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে কারিগরী প্রশিক্ষনের বিকল্প নেই। কারিগরি প্রশিক্ষনের প্রসার ঘটাতে পারলে আমাদের দেশের বিদ্যমান বেকারত্ব দূর করা সম্ভব। মমতা এসব বিষয়ে বিশেষ গুরুত্বারোপ করে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

কিশোর-কিশোরীদের অংশগ্রহণে মমতার মিনি ম্যারাথন প্রতিযোগিতা

মমতা পরিচালিত কৈশোর কর্মসূচির উদ্যোগে নগরীর আগ্রাবাদ এলাকায় কিশোর-কিশোরীদের অংশগ্রহণে মমতা'র মিনি ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় ১৩ই জুন বৃহস্পতিবার। প্রতিযোগিতার পূর্বক সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন চসিক কাউন্সিলর নাজমুল হক ডিউক। মমতার পরিচালক তৌহিদ আহমেদ এর সভাপতিত্বে উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান আলোচক ছিলেন চসিক কাউন্সিলর শেখ মো. জাফরুল হায়দার চৌধুরী সবুজ ও প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন যুব উন্নয়ন অধিদফতর চট্টগ্রামের সহকারী পরিচালক মো. আব্দুল হান্নান আলম। এসময় উপস্থিত ছিলেন হালিশহর থানার এসআই সহদেব, এসআই রুবেল, বিশিষ্ট সমাজসেবক মাসুদ করিম চৌধুরী ও মমতা কৈশোর কর্মসূচির ফোকাল পারসন ও সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার সহ অন্যান্যরা। পিকেএসএফ এর সহায়তায় পরিচালিত উক্ত কর্মসূচির মিনি ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতা নগরীর আগ্রাবাদস্থ তালেবিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে শুরু করে হালিশহর মমতা অডিটরিয়াম প্রাঙ্গনে এসে সমাপ্ত হয়।

আন্তর্জাতিক নারী দিবসে মমতা'র 'রত্নগর্ভা সম্মাননা' প্রদান

বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা মমতার উদ্যোগে আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত হয়। গত শুক্রবার সন্ধ্যায় মমতার বার্ষিক সম্মেলনে আর্ন্তজাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে মোমেনা বেগমকে একজন মহিয়সী নারী হিসেবে মমতা'র পক্ষ হতে 'রত্নগর্ভা সম্মাননা' প্রদান করা হয়। মোমেনা বেগম প্রতিকূল অবস্থায় তার জীবন সংগ্রামের মাধ্যমে ৩ সন্তানের মধ্যে ২ জনকে ডাক্তার ও ১ জনকে ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে গড়ে তুলেছেন। তাঁর জীবন সংগ্রামের প্রতি সম্মানার্থে মমতা এ সম্মাননা প্রদান করে। মমতার কার্যকরী পরিষদের সভাপতি মো. জাহাঙ্গীর আলমের সভাপতিত্বে নারী দিবসের উক্ত আয়োজনে প্রধান অতিথি ছিলেন একুশে পদকপ্রাপ্ত সমাজসেবক রফিক আহামদ। অনুষ্ঠানের শুরুতে নারীর ক্ষমতায়ন ও নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় মমতা'র সকল কার্যক্রমের উপর আলোকপাত করে সূচনা বক্তব্য করেন পরিচালক তৌহিদ আহমেদ। উক্ত আয়োজনে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন পরিবার পরিকল্পনা চট্টগ্রাম বিভাগের পরিচালক গোলাম মো. আজম, চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবের সভাপতি সালাহ্উদ্দিন মো. রেজা, চসিক কাউন্সিলর নাজমুল হক ডিউক, চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ডীন ডা. হাফিজুল ইসলাম, সাবেক সংসদ সাবিহা মুসা প্রমুখ । আরও বক্তব্য রাখেন আশফাক আহমেদ, প্রফেসর পূরবী দাশ গুপ্তা, মো. ফারুক, মোহাম্মদ শাহারিয়ার, স্বপ্না তালুকদার প্রমুখ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে একুশে পদকপ্রাপ্ত রফিক আহামদ বলেন, সমাজের নারীর অবদানকে কোনভাবেই অস্বীকার করার উপায় নেই। নারীদের সম্মানিত করার সংস্কৃতি চালু হলে সার্বিকভাবে দেশ ও জাতি উপকৃত হবে। মমতা সেই ধারা বজায় রেখে কাজ করে চলেছে।

সদস্যদের মাঝে মমতার মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপকরণ বিতরণ

মমতা পরিচালিত কৃষি,মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিটের মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের আওতায় উপকারভোগীদের মাঝে বিভিন্ন উপকরণ বিতরণ করা হয়। পিকেএসএফ এর সহযোগিতায় পরিচালিত উক্ত ইউনিটের উদ্যোগে সম্প্রতি আনোয়ারা উপজেলার মমতার চাতুরী শাখার সদস্যদের মাঝে ঝাঁকি জাল, মাছের পোনা ও গাভী লালন পালনের শেড মেরামতের জন্য আর্থিক প্রণোদনা প্রদান করা হয়। এসব উপকরন বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মমতা'র প্রধান নির্বাহী রফিক আহামদ। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন রফিক আহামদ পত্নী শাহাজাদী বেগম, মমতার সহকারী প্রধান নির্বাহী মোহাম্মদ শাহারিয়ার, সমন্বিত কৃষি ইউনিটের সহকারী পরিচালক মু. এনামুল হক, মমতা'র মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তাসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, উক্ত উপকরণসমুহ আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মতভাবে মৎস্য চাষ, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে গরু লালন পালনে বিশেষ আবাসন নিশ্চিত করে ব্যয় সাশ্রয়ী পদ্ধতিতে পরিচালনার জন্য খামারিদের প্রদান করা হয়।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপকরণসমুহ বিতরণকালে মমতা'র প্রধান নিবাহী রফিক আহামদ বলেন, 'আমাদের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে উন্নয়নের বিকল্প নেই। সরকারের সহায়ক শক্তি হিসেবে মমতা এসব ক্ষেত্রে উন্নয়নের উপর গুরুত্বরোপ করে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে।'

দেশীয় ঐতিহ্য লালনে মমতা'র পিঠা উৎসব

বাংলার আবহমান ঐতিহ্য ও দেশীয় সংস্কৃতির অন্যতম উৎস পিঠাপুলি উৎসব। এরই ধারাবাহিকতায় দেশীয় ঐতিহ্য লালনে বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা মমতা'র আয়োজনে গত বুধবার নগরীর হালিশহরস্থ মমতা অডিটরিয়ামে পিঠা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। মমতার প্রধান নির্বাহী ও একুশে পদকপ্রাপ্ত সমাজসেবক রফিক আহামদ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে পিঠা উৎসব উদ্বোধন করেন সিএমপি, পাহাড়তলী জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার মো. মঈনুর রহমান। পিঠা উৎসব উদ্বোধনপূর্বক এক সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন মমতা'র কার্যকরী পরিষদের সাধারন সম্পাদক প্রফেসর পূরবী দাশ গুপ্তা, উপ-প্রধান নির্বাহী মো. ফারুক, সহকারী প্রধান নির্বাহী মোহাম্মদ শাহারিয়ার। পিঠা উৎসবের অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন মমতার পরিচালক তৌহিদ আহমেদ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে সহকারী পুলিশ কমিশনার মো. মঈনুর রহমান বলেন, বরেণ্য সমাজসেবক আলহাজ্ব রফিক আহামদ এর নেতৃত্বে মমতা সমাজের নানামূখী উন্নয়নমূলক কাজে অবদান রেখে চলেছে। সম্প্রতি তার স্বীকৃতিও গৌরাবান্বিতভাবে রাষ্ট্র প্রদান করেছে। পিঠাপুলি উৎসব মমতা'র একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ। মমতা এ ধারা অব্যহত রাখবে বলে আশা রাখি।

মমতা সঞ্চয় ও ঋনদান কর্মসূচির বিডিপি রিভিউ সভা

বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা মমতার সঞ্চয় ও ঋনদান কর্মসূচির বিজনেস ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান-বিডিপি (২০২৩-২০২৪) এর রিভিউ সভা গত ২০ এপ্রিল নগরীর হালিশহরস্থ মমতা অডিটরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। এতে অংশগ্রহণ করেন মমতার সহকারী পরিচালক, এরিয়া ম্যানেজার ও ব্রাঞ্চ ম্যানেজারগন।

উক্ত কর্মসুচির বিডিপি রিভিউ সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন মমতা'র প্রধান নির্বাহী ও একুশে পদকপ্রাপ্ত রফিক আহামদ। এসময় প্রান্তিক পর্যায়ে উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে ও দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি প্রবাহমান রাখার উপর গুরুত্বারোপ করে বক্তব্য রাখেন মমতা'র উপ-প্রধান নির্বাহী মো. ফারুক, সহকারী প্রধান নির্বাহী মোহাম্মদ শাহারিয়ার, সিনিয়র পরিচালক স্বপ্না তালুকদার সহ মমতা'র অন্যান্য পরিচালকবৃন্দ।

সভায় মমতার প্রধান নির্বাহী রফিক আহামদ বলেন, মমতা সমাজের সকল মানুষের জন্য একটি কল্যানকামী সংস্থা। মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা, অর্থনৈতিক স্বয়ম্বরতা সৃষ্টিতে নানামূখী কর্মসুচি বাস্তবায়ন করে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রেখে চলেছে। সমাজের প্রতিটি মানুষের মুখে হাসি ফুটাতে নিরলসভাবে মেধা ও শ্রম বিনিয়োগের জন্য সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মীবৃন্দের প্রতি আহ্বান জানান।

তামাক বিরোধী সচেতনতায় মমতা কৈশোর কর্মসুচির মানবন্ধন

মমতা পরিচালিত কৈশোর কর্মসূচির উদ্যোগে তামাক বিরোধী সচেতনতায় নগরীর আগ্রাবাদ মোড়ে এক মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয় গত ৩০ জুন। মানববন্ধনের মূল প্রতিপাদ্য ছিলো 'জনবহুল স্থান ও গণপরিবহনে ধুমপান পরিহার করুন'। কৈশোর কর্মসূচির কিশোর-কিশোরী ক্লাব সমূহের সমন্বয়ে মাদক বিরোধী সচেতনতামূলক মানববন্ধনে নগরীর কিশোর-কিশোরী ক্লাবের সদস্যরা অংশগ্রহণ করে। পিকেএসএফ এর সহায়তায় পরিচালিত কৈশোর কর্মসূচির এ মানববন্ধনে উপস্থিত ছিলেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদফতরের পরিদর্শক লোকাশিস চাকমা, সমাজসেবক মাসুদ করিম, কর্মসূচির ফোকাল পারসন রুহুল মুহিত চৌধুরী, কর্মসূচির সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার সহ অন্যান্যারা।

মানবন্ধনে বক্তারা বলেন, 'জনবহুল স্থানে ও গণপরিবহনে অনিয়ন্ত্রিতভাবে ধুমপান করার ফলে আশে পাশে অধুমপায়ী ব্যক্তিরাও স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে পড়ে। এক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ক্ষতির শিকার হয় নারী ও শিশুরা। আমাদের দেশে এ বিষয়ে আইন ও নীতিমালা থাকা স্বত্ত্বেও এর যথাযথ বাস্তবায়ন না হওয়ায় এর ভুক্তভুগী হচ্ছেন সকলে। এ বিষয়ে সকল শ্রেণী পেশার মানুষের সচেতন হওয়া জরুরী।'

মমতা সঞ্চয় ও ঋণদান কর্মসূচির শাখা ব্যবস্থাপক সম্মেলন

মমতা সঞ্চয় ও ঋণদান কর্মসূচির শাখা ব্যবস্থাপক সম্মেলন সম্প্রতি নগরীর হালিশহরস্থ মমতার প্রধান কার্যালয় সংলগ্ন মমতা অডিটরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। শাখা ব্যবস্থাপক সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন একুশে পদকপ্রাপ্ত ব্যক্তিত্ব ও মমতা প্রধান নির্বাহী রফিক আহামদ। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন উপ-প্রধান নির্বাহী মো. ফারুক, সহকারী প্রধান নির্বাহী মোহাম্মদ শাহারিয়ার সহ মমতার পরিচালকবৃন্দ। শাখা ব্যবস্থাপক সম্মেলনে মমতার শাখা ব্যবস্থাপক, এরিয়া ম্যানেজার, সহকারী পরিচালকবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

সম্মেলনে প্রধান অতিথি রফিক আহামদ, বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সরকারের সহায়ক শক্তি হিসেবে ও প্রান্তিক পর্যায়ে অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর কল্যানে কাজ করার প্রতি নিবেদিত হতে সকলের প্রতি গুরুত্বারোপ করেন।

'শিশু কিশোরদের মাঝে দেশীয় সাংস্কৃতিক শিখনে মমতা'র কার্যক্রম প্রশংসনীয়'

বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা মমতা'র পরিচালিত মমতা কালচারাল ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে ৫দিন ব্যাপী শাস্ত্রীয় কথক ও সৃজনশীল নৃত্য কর্মশালার উদ্বোধন সম্প্রতি নগরীর হালিশহরস্থ মমতা অডিটরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। মমতা'র প্রধান নির্বাহী রফিক আহামদ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত কর্মশালার উদ্বোধন করেন ভারতীয় সহকারী হাইকমিশন, চট্টগ্রাম এর সহকারী হাইকমিশনার ডা. রাজিব রঞ্জন। অতিথির বক্তব্য রাখেন বিটিবি চট্টগ্রাম কেন্দ্রের প্রোগ্রাম ম্যানেজার রোমানা শারমিন। কর্মশালায় উদ্বোধন উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন মমতার সহকারী প্রধান নির্বাহী মোহাম্মদ শাহারিয়ার, সিনিয়র পরিচালক স্বপ্না তালুকদার সহ অন্যান্যরা। কর্মশালার সার্বিক তত্ত্বাধানে ছিলেন মমতা'র পরিচালক তৌহিদ আহমেদ। ১৬ থেকে ২০ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত উক্ত কর্মশালা পরিচালিত হবে। উক্ত কর্মশালার উদ্বোধনীতে প্রশিক্ষক হিসেবে বক্তব্য রাখেন ভারতীয় ক্লাসিক্যাল নৃত্যশিল্পী রাহুল দেব। নৃত্য কর্মশালা প্রশিক্ষনটি অনুষ্ঠিত হয় নগরীর হালিশহরস্থ মমতা অডিটরিয়ামে।

কর্মশালার উদ্বোধনে ভারতীয় সহকারী হাইকমিশনার ডা. রাজিব রঞ্জন বলেন, শিশু কিশোরদের মাঝে দেশীয় সাংস্কৃতিক শিখনে; উন্নয়ন সংস্থা মমতা'র কার্যক্রম প্রশংসনীয়। এসময় তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে অকৃত্রিম বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। সুস্থ সাংস্কৃতিক ধারা বিনিময়ের মাধ্যমে এ সম্পর্ক আরও অটুট রাখতে সহায়ক হবে।

সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের সভা

শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২৪ বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে বৃহস্পতিবার দুপুরে নগরীর হালিশহরস্থ মমতা অডিটরিয়ামে সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের অংশগ্রহনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সরকারের মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি-এমআরএ এর উদ্যোগে আয়োজিত সভায় মমতা'র প্রধান নির্বাহী রফিক আহামদ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি -এমআরএ এর এক্সিকিউটিভ ভাইস চেয়ারম্যান মোঃ ফসিউল্লাহ্। সভায় অংশীজন, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, ক্ষুদ্রঋন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারী, সেবা গ্রহীতাদের প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সভায় সিটিজেন চার্টার, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা ও তথ্য অধিকার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।

সভায় বক্তব্য রাখেন এমআরএ এর নির্বাহী পরিচালক মুহাম্মদ মাজেদুল হক, পরিচালক মো. নূরে আলম মেহেদী, উপ-পরিচালক জিনাত আমান বন্যা, মমতা'র উপ-প্রধান নির্বাহী মো. ফারুক, সহকারী প্রধান নির্বাহী মোহাম্মদ শাহারিয়ারসহ অন্যান্যরা।

সভায় প্রধান অতিথি মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি -এমআরএ এর এক্সিকিউটিভ ভাইস চেয়ারম্যান মোঃ ফসিউল্লাহ বলেন, সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করার ক্ষেত্রে শুদ্ধাচার এর বিকল্প নেই। একটি উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মানে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় আমাদের সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। এসময় তিনি উন্নয়ন সংস্থা মমতার নানামূখী উন্নয়নমূলক কাজের প্রশংসা করে বলেন, মমতা তার সকল কার্যক্রমে সুনিপুনভাবে শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা যথাযথভাবে প্রতিপালন করছে, এবং এ ধারা অব্যহত রাখার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন।

স্বাধীনতা দিবস পালন মমতা'র

বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা মমতা'র উদ্যোগে মহান স্বাধীনতা দিবস নানা আয়োজনে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়। এ উপলক্ষে মমতার পক্ষে চট্টগ্রামের কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পন করা হয়। এছাড়া মমতা কালচারাল ইনস্টিটিউট এর উদ্যোগে শিশু কিশোরদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, আলোচনা সভা, মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্র প্রদর্শণ, পুরষ্কার বিতরণ করা হয়। মহান স্বাধীনতা দিবসের সম্মানে বঙ্গবন্ধু শিক্ষা বৃত্তি প্রদান ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। মমতা'র প্রধান নির্বাহী একুশে পদকপ্রাপ্ত রফিক আহামদ এর সার্বিক তত্বাবধানে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ বেতার, চট্টগ্রামের পরিচালক মো. মাহফুজুল হক। অপরদিকে মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে মমতা স্কুল অ্যান্ড কলেজে মুক্তিযুদ্ধের প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শন, রচনা প্রতিযোগিতা ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতা, আলোচনা সভা ও পুরষ্কার বিতরন অনুষ্ঠিত হয়।

মমতার খতমে কোরআন ও দোয়া মাহফিল

সমাজসেবায় অনবদ্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ দেশের মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কার একুশে পদক লাভ করেছে মমতা'র প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী রফিক আহামদ। একুশে পদক প্রাপ্তিতে শোকরানা আদায়ের অংশ হিসেবে খতমে কোরআন ও দোয়া মাহফিল আয়োজন করে বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা মমতা। রবিবার নগরীর হালিশহরস্থ মমতা অডিটরিয়ামে এ আয়োজন অনুষ্ঠিত হয়। এসময় উপস্থিত ছিলেন প্রধান নির্বাহী রফিক আহামদ, উপ-প্রধান নির্বাহী মো. ফারুক, মনসুর মাসুদ, হারুন ইউসুফ, মোহাম্মদ শাহারিয়ার প্রমুখ। দোয়া মাহফিলে বিশেষ মোনাজাত পরিচালনা করেন আন্দরকিল্লা শাহী জামে মসজিদের সিনিয়র পেশ ইমাম মাওলানা আনোয়ারুল হক আযহারী।

দোয়া মাহফিল এর সংক্ষিপ্ত আলোচনায় মাওলানা আনোয়ারুল হক আযহারী বলেন, বরেণ্য সমাজসেবক একুশে পদক লাভের মাধ্যমে চট্টগ্রাম বাসির মুখ উজ্জ্বল করেছেন। তাঁর দেখনো পথই যেন অনুসরনের মাধ্যমে মানবকল্যানে নিজেদেরকে নিয়োজিত করার প্রয়াস লাভ করি।

স্বাবলম্বী হতে উদ্যোমী নারীকে মমতা'র সেলাই মেশিন বিতরণ

চট্টগ্রামের পটিয়া উপজেলার হাবিলাসদ্বীপ গ্রামের উদ্যোমী নারী পুষ্পিতা চৌধুরীকে স্বাবলম্বী হতে মমতার পক্ষ হতে বিনামূল্যে সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয়েছে। তার পক্ষে সেলাই মেশিন গ্রহণ করেন তার স্বামী আশুতোষ দে। সোমবার ১লা জুলাই মমতার প্রধান কার্যালয়ে উক্ত সেলাই মেশিনটি তুলে দেন মমতার প্রধান নির্বাহী একুশে পদকপ্রাপ্ত ব্যক্তিত্ব রফিক আহামদ। এসময় উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবের প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক খোরশেদুল আলম শামীম, মমতার সহকারী প্রধান নির্বাহী মোহাম্মদ শাহারিয়ার, পরিচালক ইকবাল আল মাহামুদ সহ অন্যান্যরা।

কেস স্টাডি

সংসারের আলো ফুটিয়েছেন কামরুন্নাহার

বোয়ালখালী উপজেলার গোমদন্ডী এলাকার বাসিন্দা কামরুন্নাহার। মমতা সঞ্চয় ও ঋনদান কর্মসূচির একজন নিয়মিত সদস্য । তার দল নং ২৮৮২। তার পরিবারে মোট ৪জন সদস্য। স্বামী সন্তান নিয়ে বেশ ভালোই আছেন তিনি। অথচ বছর পাঁচেক আগেও তার অবস্থা সন্তোষজনক ছিলো না। তার স্বামী ছিলেন একজন মৌসুমে মৎস্য খামারি। নিজেদের তেমন মূলধন না থাকায় ধারদেনা করে কোনমতে সংসার চালিয়ে নিতেন। কামরুন্নাহার বেশ কয়েকবার তার স্বামীকে মূলধন জোগাড় করে ব্যবসা করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। কিন্তু স্থানীয় মহাজনদের উচ্চমাত্রার সুদ পরিশোধ করা তার পক্ষে সম্ভব হবে না বিধায় অনেকবার সে আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন। কয়েকবার বেশ কয়েকটি বানিজ্যিক ব্যাংকের কাছেও যান তিনি। কোন ব্যাংকেই জামানত ছাড়া লোন দিতে রাজি হলো না। হতাশ হয়ে যখন আশা ছেড়ে দিয়েছেন ঠিক তখনই এক প্রতিবেশির মাধ্যমে জানতে পারলেন মমতা'র কথা।

উদ্যোমী ও সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণকারী নারীদের পাশে যে মমতা দাঁড়ায় সেটি জানতে পারলেন তার প্রতিবেশির নিকট হতে। প্রথমে তিনি একটি দলের সদস্য হন। এবং গোমদন্ডী শাখায় নিজের পারিবারিক অবস্থান ও নিজেদের ইচ্ছার কথা তুলে ধরেন। শুরুতে ৫০ হাজার টাকার লোন সুবিধা নেন কামরুন্নাহার। সে টাকা তিনি তার স্বামীর সহায়তায় বিনিয়োগ করেন মুরগী পালন খামারে। একাগ্রতা ও কঠোর পরিশ্রমে তারা স্বামী স্ত্রী সফলতা পেতে শুরু করেন। বর্তমানে তার ব্যবসায় ৩ লাখ টাকার মূলধন আছে এবং প্রতিমাসে প্রায় ৫০ হাজার টাকা আয় করেন বলে জানান কামরুন্নাহার। বর্তমানে ১ লাখ ৫০ হাজার ঋন চলমান আছে তার। এ টাকা নিয়মিত পরিশোধ করে চলেছেন তিনি। তার স্বামী মুরগীর খামারের পাশাপাশি এখন মৎস্য চাষ করেন। মমতা সম্পর্কে তিনি বলেন- 'ব্যবসা করার উদ্দেশ্যে বর্তমানে আত্নীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্দব কারো কাছে টাকা ধার চাইলে পাওয়া যায় না। সেক্ষেত্রে মমতা থেকে ঋণ প্রস্তাবের পরপরই আমাকে ঋণ প্রদান করেন। মমতার থেকে ঋণ নিয়ে আমি অনেক উপকৃত হয়েছি।

কেস স্টাডি

আর্থিক সংকট হতে মুক্তি লাভ করে রুম্পা রানী এখন স্বাভলম্বী

কর্ণফুলি উপজেলার বাসিন্দা রুম্পা রানী শীল। তার স্বামী মানিক শীল পেশায় একজন নরসুন্দর। ৫ সদস্যর পরিবারে সংসারের চালাতে হিমশিম খেতে হয় রুম্পার পরিবারের। স্বামীর স্বল্প আয়ে ও দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির কারনে সন্তানদের পড়াশুনা, চিকিৎসার খরচ এবং সংসারের যাবতীয় খরচ সামলাতে তাদের চরম বেগ পেতে হয়েছিলো। বাড়তি আয়ের জন্য স্বামীর সেলুনের ব্যবসার বিনিয়োগ করার লক্ষ্যে ২০১৭ সালে মমতা হতে ১ লাখ টাকা ঋণ সহায়তা গ্রহণ করেন। নিয়মিতভাবে সকল কিস্তি পরিশোধ করে আরও ৫বার ঋণ গ্রহণ করেন। সংসারের বাড়তি আয়ের মাধ্যমে রুম্পার স্বামী মানিক তার পরিবারে আর্থিক স্বচ্ছলতার ছাপ রাখতে সক্ষম হচ্ছিলেন। তবে বৈশ্বিক করোনা মহামারীতে টানা ৫ মাস সেলুন বন্ধ থাকায় চরম আর্থিক সমস্যায় পড়ে রুম্পা শীলের পরিবার। করোনা মহামারীর প্রভাবে রুম্পা শীলের পরিবার ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

মমতা'র একজন নিয়মিত সদস্য হিসেবে এমডিপি-এফ প্রকল্পের মাধ্যমে রুম্পার রানী শীলের পাশে দাঁড়ায় মমতা। এমডিপি-এফ প্রকল্পের মাধ্যমে ৩ লাখ টাকা ঋণ গ্রহন করেন তিনি। ঋণের অর্থ দিয়ে দুটি গাভী ক্রয় করেন এবং পাশাপাশি সেলুন ব্যবসা ও হাঁস মুরগি পালন শুরু করেন। গরু ও হাঁসমুরগীর লালন পালনের কার্যক্রম নিজেই দেখাশুনা করেন রুম্পা। এ কাজে তার স্বামীও তাকে সহায়তা করেন। পরিস্থিতি এখন উন্নতির দিকে রুম্পার রানীর পরিবারের। বর্তমানে নিয়মিত মাসিক কিস্তি সফলভাবে পরিশোধ করছেন তিনি। রুম্পা রানী জানান, আমি আমার পরিবারকে চরম আর্থিক সংকট হতে উত্তরণ ঘটাতে পেরেছি। সংসারের খরচ, গরু পালনে ও সন্তানদের লেখাপড়ার খরচ বাদে মাসে ১৫ হাজার টাকা বাড়তি আয় করতে পারছি। আমি মমতা'র প্রতি কৃতজ্ঞ।

কেস স্টাডি

প্রত্যন্ত গ্রামের স্বপ্না তার স্বপ্নকে সফল করেছেন

শাবনুর আক্তার স্বপ্নার ৭ নং কুমিরা ইউনিয়নের একজন বাসিন্দা। স্বামী একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে সামান্য বেতনের চাকুরী করেন। স্বামীর একার আয়ে ৬ জন সদস্যর পরিবার চালানো কষ্টকর হয়ে উঠছিলো। তাই স্বপ্নার লক্ষ্য ছিলো পরিবারের অর্থনৈতিক হাল ধরে সংসারের স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি করা। সেজন্য তিনি নিজেকে একজন উদ্যোক্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করে আসছেন। শাবনুরের উদ্যোক্তা হওয়ার বিষয়টি নিয়ে প্রতিবেশি ও পরিচিত জনেরা তাচ্ছিল্যের চোখে দেখে। এতে কিছুটা বিচলিত হলেও স্বপ্না দমে যান নি। ২০১৯ এর শুরুতে ছাগল লালন পালন করেছেন । বছর খানেক মোটামোটি বেশ স্বাবলম্বী হলেও করোনা মহামারীর প্রভাবে বেশ ক্ষতির মুখে পড়ে স্বপ্নার স্বপ্ন অধরাই থেকে যায়। এছাড়াও স্বপ্না সংসার সামলানোর পাশাপাশি পড়াশুনা করছেন। করোনা মহামারীতে ক্ষতিগ্রস্থ উদ্যোক্তাদের পিকেএসএফ ও মমতা'র এমডিপি-এফ এর আওতায় ঋণ সহায়তার কথা অবগত হয়ে আবারো ব্যবসা শুরু করার চিন্তা করেন। স্বপ্নার মাতা রেজিয়া বেগম মমতা'র সঞ্চয় ও ঋণদান কর্মসূচির সদস্য। মা রেজিয়ার মাধ্যমেই এমডিপি-এফ এর আওতায় মমতা'র সিলিমপুর শাখার হতে চার লক্ষ টাকা ঋন সহায়তা গ্রহণ করেন। এ অর্থ দিয়ে ৪টি গরু ও কৃষি কাজে (টমেটো, ভুট্টা, শীম চাষে) বিনিয়োগ করেন স্বপ্না। কৃষি কাজে বিনিয়োগ করে এক মৌসুমে পরিবারের চাহিদা মিটিয়ে আয় করেন ৬০ হাজার টাকা। এছাড়াও গাভী হতে প্রাপ্ত দুধ বিক্রি করে তার এখন নিয়মিত মাসিক আয় ৯০ হাজার টাকা। তার গরুর ক্ষুদ্র খামার হতে নিসৃত বজ্য দিয়ে কৃষি কাজে জৈব সার হিসেবে ব্যবহার করছেন। গরুর বজ্র্য হতে কোন প্রকার পরিবেশ দুষণ যাতে না হয় সেটিও নিশ্চিত করেন তিনি। খুব শিগ্রই তিনি আরও ৩টি গরু কেনার পরিকল্পনার কথা জানান।শাবনুর আক্তার স্বপ্না এখন অনার্স ফাইনাল বর্ষে পড়াশুনা করছেন। সংসার সামলানো, উদ্যোক্তা হয়ে উঠা এবং পড়াশুনা করা স্বপ্না এখন তার গ্রামের অনেকের কাছেই রোল মডেল হিসেবে পরিচিতি পেয়েছেন।অনুভূতি ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন- আমি নারী হওয়ায় অনেকেই এ কাজে অনুৎসাহি করেছেন। আমি জানতাম আমি পারবোই। আর সঠিক সময়েই পাশে পেয়েছি মমতাকে। আমি তাদের সহযোগিতা ও পরামর্শে আজ এ পর্যন্ত আসতে পেরেছি। তাই আমি মমতা ও পিকেএসএফ এর প্রতি কৃতজ্ঞ।

কেস স্টাডি

ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী হতে কোটিপতি রশিদ

ফেনী জেলার সদর উপজেলার মিজান পাড়া এলাকার বাসিন্দা মো. আব্দুল রশিদ। স্থানীয়রা তাকে রশিদ ব্যবসায়ী হিসেবেই চিনে। বর্তমানে রশিদ এর সামাজিক অবস্থান বেশ ভালো ও সুপরিচিত। স্থানীয় বাজারে যে কয়জন সফল ব্যবসায়ী রয়েছেন তার মধ্যে রশিদ একজন। অথচ বছর পাঁচেক আগেও তার এমন অবস্থা ছিলো না। চিত্রটা ছিল একেবারেই ভিন্ন। বেশ কয়েক বছর আগে রশিদ নিজের জমানো কিছু অর্থ দিয়ে একটি এসএস ও থাই এল্যুমিনিয়াম এর ক্ষুদ্র ব্যবসায় দাড় করান। পর্যাপ্ত মূলধন না থাকায় তিনি এ ব্যবসায়ে এগুতো পারছিলেন না। তবুও নিজের শ্রম দিয়ে সর্বোচ্চ চেষ্টা করছিলেন সফলভাবে উঠে দাড়ানোর। স্থানীয় এক যুবকের পরামর্শে তিনি মমতা'র সম্পর্কে জানতে পারেন।

মমতা তার উদ্যোগ ও পরিকল্পনা সরেজমিন পরিদর্শন ও কঠোর পরিশ্রমী মনোভাব দেখে তার জন্য এগিয়ে আসে। মোটামোটি বেশ ভালোভাবেই এগিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি। এরই মধ্যে বৈশ্বিক মহামারি করোনা ভয়াবহ ছোবল মেরে তার ব্যবসায়ের অনেক ক্ষতির মুখে পড়ে। তার উদ্যোমী মনোভাব দেখে করোনাকালীন সময়েও মমতা তাকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। এরপর থেকে তার ভাগ্যের চাকা ঘুরতে থাকে। ব্যবসায় বড় করার জন্য মমতা থেকে বৃহৎ পরিসরে ঋন সহায়তা গ্রহণ করে। এরপর তার ব্যবসা ক্রমেই বাড়তে থাকে। মমতা থেকে বর্তমানে তার ৬ লাখ টাকা ঋন গ্রহণ নিয়মিত কিস্তি পরিশোধ করে চলেছেন। এখন তার নিজের মালিকানাধীন ৫টি দোকান আছে। এছাড়াও সিএনজি অটোরিক্স আছে ২৫টি। তিনি ৪৫ জন মানুষের কর্মসংস্থান করেছেন। মমতা সম্পর্কে তার একটি মন্তব্য 'মমতা আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার যুগোপযোগী মাধ্যম। মমতার জন্য আমি আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী, ব্যবসায়ে উন্নতির ধারা অব্যাহত থাকায় আমার সামাজিক গ্রহনযোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে।'

একুশে পদক প্রাপ্তিতে রফিক আহামদকে এনজিও সমুহের সংবর্ধণা

চট্টগ্রামে কার্যক্রম বাস্তবায়নকারী বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা সমূহের (এনজিও) পক্ষ হতে মমতা'র প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী একুশে পদকপ্রাপ্ত রফিক আহামদকে সংবর্ধণা প্রদান করা হয়। সমাজসেবায় অনবদ্য অবদান রাখার স্বীকৃতি স্বরূপ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট হতে মহান 'একুশে পদক ২০২৪' প্রাপ্তিতে এ সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।

সম্প্রতি নগরীর কারিতাস মিলনায়তনে বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা সমুহের সম্মিলিত উদ্যোগে তাঁকে এ সংবর্ধনা প্রদান করে। জেসমিন সুলতানা পারুর সভাপতিত্বে ও মোস্তফা কামাল যাত্রার সঞ্চালনায় এতে সংবর্ধিত অতিথি ছিলেন একুশে পদকপ্রাপ্ত রফিক আহামদ ও চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন একুশে স্মারক সম্মাননা পদক প্রাপ্ত শিশির দত্ত। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ইপসার নির্বাহী পরিচালক মো. আরিফুর রহমান। এতে আরও বক্তব্য রাখেন প্রত্যাশির নির্বাহী পরিচালক মনোয়ারা বেগম, বনফুল এর নির্বাহী পরিচালক রিজিয়া বেগম, সাবেক কাউন্সিলর আবিদা আজাদ, নাজের হোসাইন, ঘাসফুল, ব্রাক, কারিতাস, প্রশিকা, আইএসডি, যুগান্তর, ব্রাইট বাংলাদেশ ফোরাম, স্বপ্নিল ব্রাইট বাংলাদেশ ফোরাম, লাভ দ্য চিল্ড্রেন, যোগাযোগ, নওজোয়ান, ওয়াল্ড ভিশন, যুগান্তর সহ চট্টগ্রামের অন্যান্য এনজিও সমুহের প্রতিনিধিবৃন্দ।

আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন, সরকারের পাশাপাশি এনজিও সমুহে দেশের উন্নয়নে অবদান রাখছে সেটির স্বীকৃতি বর্তমান সরকার প্রদান করেছে। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করলে যে সম্মানিত হওয়ায় তার প্রকৃত উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন বরেণ্য সমাজসেবক রফিক আহামদ। রফিক আহামদ এর একুশে পদক প্রাপ্তি এনজিও সেক্টরের অনেক বড় অর্জন বলে বক্তারা অভিমত ব্যক্ত করেন।

শিল্পকলা একাডেমিতে একুশে পদকপ্রাপ্ত রফিক আহামদকে সংবর্ধনা

সমাজসেবায় অনবদ্য অবদান রেখে রাষ্ট্রীয় সম্মাননা মহান একুশে পদক প্রাপ্ত ব্যক্তিত্ব রফিক আহামদকে সংবর্ধনা প্রদান করেছে সাংস্কৃতিক সংগঠন 'স্বদেশ আবৃত্তি সংগঠন'। গত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় চট্টগ্রাম জেলা শিল্পকলা একাডেমির মূল মিলনায়তনে বিশ্ব মা দিবস উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত আবৃত্তি উৎসব ও গুনীজন সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে তাঁকে এ সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে একুশে পদকপ্রাপ্ত আবৃত্তিশিল্পী শিমুল মোস্তফাকেও সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।

কবি ও সাংবাদিক কামরুল হাসান বাদল এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে এসময় উপস্থিত ছিলেন অনুষ্ঠানের প্রধান আলোচক নারী নেত্রী জেসমিন সুলতানা পারু, বিশেষ অতিথি চট্টগ্রামের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক কবি মালেক মুস্তাকিম, কাউন্সিলর নাজমুল হক ডিউক, কবি ও উপন্যাসিক মজিদ মাহমুদ। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন স্বদেশ আবৃত্তি সংগঠনের সভাপতি মোহাম্মদ সেলিম ভূঁইয়া। এসময় উপস্থিত ছিলেন বরেণ্য আবৃত্তিশিল্পী টিটো মুন্সী, বাংলাদেশ আবৃত্তি শিল্পী সংসদ এর যুগ্ন আহ্বায়ক দেওয়ান সাঈদুল হাসান, আবৃত্তি শিল্পী মাসুম আজিজুল বাশার সহ অনেকে।

রফিক আহামদ এর সংবর্ধনা প্রসঙ্গে বক্তারা বলেন, সার্বিক কার্যক্রম মূল্যায়নে বাংলাদেশ সরকার যোগ্য ব্যক্তিকেই সমাজসেবায় একুশে পদক প্রদান করেছে। ফলে, সমাজের কল্যানে এগিয়ে আসতে আরও অনেকেই এখন অনুপ্রাণিত হবে। এটি নিঃসন্দেহে সরকারের প্রশংসনীয় মূল্যায়নের প্রতিফলন।

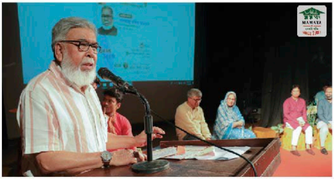

চট্টলাবাসীর ভালোবাসায় সিক্ত একুশে পদকপ্রাপ্ত রফিক আহামদ

সমাজসেবায় অনবদ্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ দেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ মর্যাদাপূর্ণ পুরষ্কার একুশে পদকে ভূষিত হলেন মমতা'র প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী রফিক আহামদ। রাজধানীর ওসমানি স্মৃতি মিলনায়তনে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের আয়োজিত অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এ পদক তুলে দেন রফিক আহামদ এর হাতে। এদিকে রফিক আহামদ এর 'একুশে পদক' প্রাপ্তির খবরে চট্টগ্রামবাসির মনে খুশির জোয়ার বইছে। গত বুধবার একুশে পদক গ্রহণ শেষে রফিক আহামদ এর চট্টগ্রামে আগমনকালে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, মোটর সাইকেল শো-ডাউন পরিচালনা সহ নানা উৎসাহ উদ্দিপনায় বরণ নেন চট্টলাবাসি। একুশে পদকপ্রাপ্ত রফিক আহামদ এর নিজ বাড়ি রশিদ বিল্ডিং ১নং গলিতে এসময় শুভেচ্ছা জানাতে হাজারো মানুষের ঢল নামে। অভিনন্দন বার্তা, মিষ্টি বিতরন, ফুলেল শুভেচ্ছা প্রদান সহ নানা উৎসাহ উদ্দিপনায় এ আনন্দ উদযাপন করছেন তারা। একুশে পদক প্রাপ্তির শুভেচ্ছা সংবলিত বিভিন্ন ব্যানার, ফেস্টুন ঝুলছে আগ্রাবাদ, বারিক বিল্ডিং, বাংলাবাজার সহ বিভিন্ন এলাকায়। শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাতে বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক, পেশাজীবী সংগঠন সহ সকল শ্রেণী পেশার মানুষের ঢল নামে তাঁর নিজ এলাকা বাংলাবাজার রশীদ বিল্ডিং এলাকায়। একুশে পদক প্রাপ্তির মাধ্যমে বাংলাবাজার ও চট্টগ্রাম বাসির মুখ উজ্জ্বল করেছেন রফিক আহামদ, সমাজে আমরা তাঁর অবদান ও কাজের জন্য গর্বিত বলে উল্লেখ করছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

অভিমত ব্যক্ত করতে গিয়ে রফিক আহামদ বলেন- 'সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতার বিষয়টি বিবেচনায় রেখে আমি বিগত চল্লিশ বছর কাজ করে চলেছি, রাষ্ট্রীয় পুরষ্কার প্রাপ্তি অবশ্যই মর্যাদার। এটি আমার একার নয় বরং তা সমগ্র চট্টগ্রামবাসির অর্জন।'

মা ও শিশু স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে আরও সুনিপুনভাবে ও গতিশীলভাবে সেবা প্রদানের লক্ষ্যে গত ১১ জুলাই বৃহস্পতিবার মমতাকে এ্যাম্বুলেন্স প্রদান করে Jay Jay Mills কর্তৃপক্ষ । এ্যাম্বুলেন্স হস্তান্তর পূর্বক মমতা মাতৃসদন হাসপাতাল-২ বন্দরটিলার সার্বিক কার্যক্রম পরিদর্শন করেন তারা। এসময় মমতা'র উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মমতার ইফতার ও দোয়া মাহফিল

পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা মমতার উদ্যোগে আলোচনা সভা, ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। ৩০ই মার্চ শনিবার নগরীর হালিশহরস্থ মমতা অডিটোরিয়ামে এ আয়োজন সম্পন্ন হয়। মমতার প্রধান নির্বাহী একুশে পদকপ্রাপ্ত রফিক আহামদ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ইফতার মাহফিলের আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ টেলিভিশন চট্টগ্রাম কেন্দ্রের জেনারেল ম্যানেজার নূর আনোয়ার হোসেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন আগ্রাবাদ জাতিতাত্ত্বিক জাদুঘরের উপ-পরিচালক ড. আতাউর রহমান, বিটিভি চট্টগ্রাম কেন্দ্রের প্রোগ্রাম ম্যানেজার রোমানা শারমিন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন মমতার উপ-প্রধান নির্বাহী মো.ফারুক, সহকারী প্রধান নির্বাহী মোহাম্মদ শাহারিয়ার, পরিচালক তৌহিদ আহমেদ সহ মমতা পরিবারের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ। মমতা'র সকল প্রকল্প কর্মসূচির সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মীবৃন্দ ইফতার ও দোয়া মাহফিলে অংশগ্রহণ করেন। মোনাজাত পরিচালনা করেন মাওলানা আনোয়ারুল হক আযহারী।

একুশে পদকপ্রাপ্তিতে রফিক আহামদ কে সংবর্ধণা

সমাজসেবায় অনবদ্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ দেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কার একুশে পদকে ভূষিত হলেন মমতা'র প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী রফিক আহামদ। রফিক আহামদ এর 'একুশে পদক' প্রাপ্তির খবরে চট্টগ্রামবাসির মনে খুশির জোয়ার বইছে। শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাতে বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক, পেশাজীবী সংগঠন সহ সকল শ্রেণী পেশার মানুষের ঢল নামে তাঁর নিজ এলাকা বাংলাবাজার রশীদ বিল্ডিং এলাকায়। সোমবার সন্ধ্যায় একুশে পদক প্রাপ্তিতে সংবর্ধনা প্রদান করেছে নগরীর আগ্রাবাদস্থ রশিদ বিল্ডিং ২য় গলি উন্নয়ন পরিষদসহ বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন সমুহ। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন মো. জাকারিয়া, আতিক আহমেদ, মোহাম্মদ শাহারিয়ার, তৌহিদ আহমেদ, এসআই আহলাদ জামিল মিনহাজ, মো. ফরিদ আহমেদ সহ অন্যরা। বক্তারা বলেন, সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জন্য নিবেদিত প্রাণ হয়ে গত ৫ দশক ধরে যে মানবিক কাজগুলো করছেন তার ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশ সরকার তাঁকে যে সম্মান দিয়েছে তা প্রশংসনীয়। একুশে পদক প্রাপ্তির মাধ্যমে চট্টগ্রাম বাসির মুখ উজ্জল করেছেন রফিক আহামদ, সমাজে তাঁর অবদান ও কাজের জন্য চট্টলাবাসি গর্বিত বলে উলেখ করছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

সংবর্ধনা পেয়ে একুশে পদকপ্রাপ্ত রফিক আহামদ বলেন, কাজের জন্য পুরষ্কৃত হবো এ কথা ভেবে কোনদিন কাজ করি নি, মানুষের মুখে হাসি ফোটানো ও সমাজে অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় আমি নিরলসভাবে কাজ করছি। রাষ্ট্র আমাকে স্বীকৃতি দিয়েছে এসব কাজের জন্য সেজন্য অবশ্যই সকলের প্রতি কৃতজ্ঞ। এই অর্জন আমার একার নয় বরং এটি চট্টগ্রাম বাসীর অর্জণ।

সমাজসেবায় একুশে পদক-২৪ পেলেন আলহাজ্ব রফিক আহামদ

লায়নিজমের মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে সেবার জগতে পা বাড়ানো মমতার প্রতিষ্ঠাতা লায়ন আলহাজ রফিক আহামদ এবার সমাজসেবায় দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মাননা একুশে পদক-২৪ লাভ করেছেন। গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী এ পুরষ্কার হাতে তুলে দেন তাঁকে। ১৯৮৩ সালে বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা মমতা প্রতিষ্ঠা করেন তিনি। চট্টগ্রামের বিভিন্ন অঞ্চলে লায়নিজমের সেবা পৌঁছে দিতে গিয়ে সুবিধাবঞ্চিত মানুষের কষ্টের কথা জেনেছিলেন। অভাবী মানুষের কষ্ট দূর করে স্বল্প ব্যয়ে চিকিৎসাসেবা, বিশেষ করে মা ও শিশুদের স্বাস্থ্য সুবিধার জন্য প্রতিষ্ঠা করেন বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা মমতা। মমতা বর্তমানে সারা দেশে ১৩০টি সেন্টার থেকে দুঃস্থ ও অসহায় মানুষকে সহায়তা করে। মমতা বর্তমানে ৫টি মাতৃসদন হাসপাতাল ও ১০টি দিবা ক্লিনিকে সুবিধাবঞ্চিত নারী ও শিশুদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করে। মমতার একটি স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষার্থীদের প্রায় সকলেই সুবিধাবঞ্চিত।

রফিক আহামদ ২০০৩-২০০৪ সালে লায়ন্স ক্লাব ইন্টারন্যাশনাল ডিস্ট্রিক্ট ৩১৫বি৪ এর গভর্নর নির্বাচিত হয়েছিলেন। তার বাড়ি নগরের বন্দর এলাকার রশিদ বিল্ডিংয়ের বড়বাড়িতে। সমাজসেবায় একুশে পদক প্রাপ্তিতে পরম করুণাময়ের প্রতি শোকরানা আদায় করেছেন তিনি। তিনি বলেন, পুরষ্কার পাব এমন আশা নিয়ে কোনোদিন কাজ করিনি। একজন মানুষ হিসেবে মানুষের জন্য যা করা দরকার আমি আমার সীমিত সামর্থ্যে শুধু তাই করে আসছি। সরকার আমাকে পুরষ্কার প্রদান করায় কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

রাষ্ট্রীয় সম্মাননা 'একুশে পদক' পাওয়ায় রফিক আহামদ কে নাগরিক সংবর্ধনা দিল চট্টলাবাসী

গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক রাষ্ট্রীয় সম্মাননা একুশে পদক-২০২৪ প্রাপ্তিতে মমতা'র প্রধান নির্বাহী রফিক আহামদকে নাগরিক সংবর্ধনা প্রদান করেছে চট্টগ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ও সুধীজনেরা। শনিবার ২৫ই মে, নগরীর লালখান বাজারস্থ ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে বিকেল ৫টায় এ নাগরিক সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত। নাগরিক সংবর্ধনায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র বীরমুক্তিযোদ্ধা মো. রেজাউল করিম চৌধুরী। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন দৈনিক আজাদীর সম্পাদক একুশে পদকপ্রাপ্ত ব্যক্তিত্ব এম.এ মালেক। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন নাগরিক সংবর্ধনা পরিষদের আহ্বায়ক ও ইস্টডেল্টা ইউনিভার্সিটির সাবেক উপাচার্য প্রফেসর মু. সিকান্দার খান। এছাড়াও সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এ.টি.এম পেয়ারুল ইসলাম, বিভাগীয় সমাজসেবা অধিদফরের পরিচালক কাজী নাজিমুল ইসলাম, এমআরএ-এর নির্বাহী পরিচালক মুহাম্মদ মাজেদুল হক, বিসিবির পরিচালক মঞ্জুর আলম মঞ্জু, চট্টগ্রাম লায়ন্স ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান লায়ন নাসির উদ্দিন চৌধুরী, সাবেক সাংসদ সাবিহা নাহার এম পি, আশফাক আহমেদ, মমতার উপ-প্রধান নির্বাহী মো ফারুক। পরিবারের সদস্যদের পক্ষে বক্তব্য রাখেন জনাব রফিক আহামদ এর পুত্র তৌহিদ আহমেদ। বক্তব্য রাখেন সংবর্ধনা পরিষদের সদস্য সচিব ও চট্টগ্রাম মা ও শিশু জেনারেল হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট সৈয়দ মোর্শেদ হোসেন, সহ চট্টগ্রামের উন্নয়ন সংস্থাসমুহের নির্বাহী প্রধানগন। অনুষ্ঠানটি বিকেল ৫টায় শুরু হয়ে রাত ৯ টায় নৈশভোজ এর মাধ্যমে সমাপ্তি হয়।

বক্তারা বলেন- রফিক আহামদ সমাজের মানুষের জন্য নিবেদিত হয়ে কাজ করেছেন গত চলিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে। মানবকল্যানে তিনি একজন পথিকৃত ও সমাজে নিবেদিত হয়ে কাজ করা মানুষের জন্য একজন আদর্শ ব্যক্তিত্ব। রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারকগন সাধুবাদ পাওয়ার যোগ্য কারণ, একজন সঠিক মানুষকে যথাযথ মূল্যায়ন করার জন্য। প্রধান অতিথির বক্তব্যে মেয়র বলেন- রফিক আহামদ চট্টগ্রামের একজন বরেণ্য সমাজসেবক ও বীর চট্টলার কৃতী সন্তান। তিনি চার দশকেরও বেশি সময় ধরে সমাজের মানুষের জন্য নিবেদিত হয়ে কাজ করেছেন রাষ্ট্রীয় সম্মাননা একুশে পদক তার একটি স্বীকৃতি। সমাজসেবার ক্ষেত্রে তিনি আমাদের চট্টগ্রাম ও দেশবাসীর জন্য একজন কিংবদন্তী।

পরিবার-পরিকল্পনা এবং মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবায়

‘শ্রেষ্ঠ সংগঠন’ হিসেবে মমতা’র জাতীয়, বিভাগীয় এবং জেলা পর্যায়ে আবারো শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন

বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা ‘মমতা’ মা ও শিশু স্বাস্থ্যসেবায় অনবদ্য অবদানের জন্য জাতীয় পর্যায়ে ‘শ্রেষ্ঠ বেসরকারি সংগঠন (ক্লিনিক)’ এর পুরষ্কার লাভ করেছে। ১১ জুলাই, বৃহস্পতিবার রাজধানী ঢাকার বঙ্গমাতা ফজিলাতুন্নেসা মুজিব কনভেনশন হলে অনুষ্ঠিত বিশ্ব জনসংখ্যা দিবসের অনুষ্ঠানে সরকারের পক্ষ থেকে এ পুরষ্কার প্রদান করা হয় মমতাকে। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী অধ্যাপক ডা. সামন্ত লাল সেন এর নিকট থেকে এ পুরষ্কার গ্রহণ করেন মমতা’র পরিচালক তৌহিদ আহমেদ। মমতা ‘শ্রেষ্ঠ বেসরকারি সংস্থা’ হিসেবে এ পর্যন্ত ১৬ বার এই অর্জণের অধিকারী হয়। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রনালয়ের স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যান বিভাগের সচিব মো. আজিজুর রহমান। এছাড়াও জেলা ও বিভাগীয় ‘শ্রেষ্ঠ সংগঠন’ হিসেবেও পুরষ্কৃত হয় মমতা। শ্রেষ্ঠ সংগঠন হিসেবে জাতীয় পুরষ্কার প্রাপ্তির অভিমত প্রকাশে মমতা’র পরিচালক তৌহিদ আহমেদ বলেন, ‘বেসরকারী-ভাবে মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবায় দেশের শ্রেষ্ঠ সংস্থা মমতা, আমরা আমাদের আন্তরিক সেবা ও জনসাধারণের আস্থার প্রধান ভরসাস্থল হিসেবে নিরলসভাবে কাজ করে আসছি। মমতা এখন শুধু চট্টগ্রামে নয় বরং সারাদেশের মধ্যে একটি বিশ্বস্থ ও আস্থাভাজন প্রতিষ্ঠান। সরকারের নিকট হতে এ পুরষ্কার প্রাপ্তি আমাদের তথা চট্টগ্রামবাসীর জন্য গৌরব। সমস্ত চট্টগ্রামবাসী এর পুরষ্কারের কৃতিত্বের দাবীদার।’ এই গৌরবোজ্জ্বল মুহূর্তে মমতা তার সকল স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মীদের বিশেষত; কনসাল্ট্যান্ট, মেডিকেল অফিসার,প্যারামেডিক, নার্স, সুপারভাইজার, স্বাস্থ্যকর্মী ও আউট্রিচ ওয়ার্কারসহ সকলের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করছে।

স্বাস্থ্য সেবায় জাতীয় পর্যায়ে “শ্রেষ্ঠ সংগঠন” হিসেবে জাতীয় জনসংখ্যা পুরষ্কার - ২৪ অর্জন

মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবায় বিভাগীয় পর্যায়ে “শ্রেষ্ঠ সংগঠন” হিসেবে জাতীয় জনসংখ্যা পুরষ্কার - ২৪ অর্জন

মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবায় জেলা পর্যায়ে “শ্রেষ্ঠ সংগঠন” হিসেবে জাতীয় জনসংখ্যা পুরষ্কার - ২৪ অর্জন

ফটো গ্যালারি

ফটো গ্যালারি

MAMATA
Since 1983
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক
রাষ্ট্রীয় সম্মাননা
"একুশে পদক-২০২৪" প্রাপ্তিতে
আলহাজ্ব রফিক আহামদ - কে
নাগরিক
সংবর্ধনা

YOUNGONE
SATELLITE CLINIC
HCSDP - CCPP MAMATA

চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাব

ফটো গ্যালারি

গয়াল বা বন্যগরু-এর
প্রদর্শণী খামার

মানববন্ধন
ধূমপান পরিহার করুন

প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন

সেবা সমূহ

নিউজ / মিডিয়ায় মমতা

দৈনিক আজাদী

আই ক্যাম্পে মমতার প্রধান নির্বাহী রফিক আহামদসহ অন্যরা

মমতার বিনামূল্যে চক্ষু চিকিৎসা ক্যাম্প

মমতার পরিচালিত রিইমেজিনিং ইন্ডাস্ট্রি টু সাপোর্ট ইক্যুয়ালিটি-রাইজ প্রকল্পের উদ্যোগে তৈরী পোশাক শিল্পে কর্মজীবীদের জন্য বিনামূল্যে চক্ষু চিকিৎসা ক্যাম্প গত ৬ মে অনুষ্ঠিত হয়। নগরীর সিইপিজেডস্থ ইনটিমেইট ক্রিয়েশন গার্মেন্টি ফ্যাক্টরীতে অনুষ্ঠিত উক্ত চক্ষু ক্যাম্পের আওতায় মোট ২১০ জন তৈরী পোশাক শ্রমিককে বিনামূল্যে চক্ষু চিকিৎসা প্রদান করা হয়। আইক্যাম্পের সার্বিক অবস্থা পরিদর্শন করেন মমতার প্রধান নির্বাহী রফিক আহামদ। এসময় উপস্থিত ছিলেন সহকারী প্রধান নির্বাহী মোহাম্মদ শাহারিয়ার, ইনটিমেইট ক্রিয়েশন লি. এর জিএম দেভনিহারা, ডিজিএম রাবু, ফ্যাক্টরী ম্যানেজার ফেরদৌস সরকার, ফিন্যান্স ম্যানেজার আশুতোষ, সহকারী ম্যানেজার মো. আরিফ, মমতার প্রজেক্ট ম্যানেজার রুমি বড়ুয়া প্রমুখ। ক্যাম্পে চক্ষু চিকিৎসা সেবা প্রদান করেন ডা. চিন্ময় মল্লিক ও ডা. নওশিন। প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

দৈনিক আজাদী

বৃহস্পতিবার

স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেকের কাছ থেকে পুরস্কার গ্রহণ করছেন মমতার প্রধান নির্বাহী রফিক আহামদ

মা ও শিশু স্বাস্থ্যসেবায় জাতীয় পুরস্কার পেল মমতা

বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা মমতা মা ও শিশু স্বাস্থ্যসেবায় অনবদ্য অবদানের জন্য জাতীয় পর্যায়ে 'শ্রেষ্ঠ বেসরকারি সংগঠন (ক্লিনিক)' এর পুরস্কার লাভ করেছে। গতকাল বুধবার ঢাকার বঙ্গমাতা ফজিলাতুন্নেসা মুজিব কনভেনশন হলে অনুষ্ঠিত বিশ্ব জনসংখ্যা দিবসের অনুষ্ঠানে সরকারের পক্ষ থেকে এ পুরস্কার প্রদান করা হয় মমতাকে।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি স্বাস্থ্য মন্ত্রী জাহিদ মালেক এম.পির করেন মমতার প্রধান নির্বাহী রফিক আহামদ। মমতা শ্রে হিসেবে এ পর্যন্ত ১৫ বার পুরস্কার পায়। অনুষ্ঠানে সভা বিভাগের সচিব মো. আজিজুর রহমান। মমতার প্রধান নি বলেন, মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবায় চট্টগ্রামে মমতা একটি বি সংগঠন। সরকারের নিকট হতে এ পুরস্কার প্রাপ্তি আমাদের জন্য গৌরবের। প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

দৈনিক পূর্বকোণ

ফুলেল শুভেচ্ছায় সিক্ত একুশে পদকপ্রাপ্ত মমতা'র প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী রফিক আহামদ

চট্টলাবাসীর ভালোবাসায় সিক্ত একুশে পদকপ্রাপ্ত রফিক আহামদ

সমাজসেবায় অনবদ্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ দেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কার একুশে পদকে ভূষিত হলেন মমতা'র প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী রফিক আহামদ। রাজধানীর ওসমানি স্মৃতি মিলনায়তনে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রফিক আহামদের হাতে এ পদক তুলে দেন। এদিকে রফিক আহামদের 'এ… চট্টগ্রামবাসীর ম… বুধবার একুশে প… চট্টগ্রামে আগমন…

সুপ্রভাত

মমতার বার্ষিক সাধারণ সভা ও নির্বাচন

বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা মমতা'র বার্ষিক সাধারণ সভা ও কার্যকরী পরিষদের নির্বাচন (২০২৪-২০২৬) শনিবার সন্ধ্যায় নগরীর …য়ামে অনুষ্ঠিত হয়। মমতা'র কার্যকরী …হাঙ্গীর আলম যোসেফ এর সভাপতিত্বে …থি ছিলেন চট্টগ্রাম জেলা সমাজসেবা … মো. ফরিদুল আলম। বিশেষ অতিথি …লয়ের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ … ছিলেন সমাজসেবা অফিসার মো. …ন তেলোয়াতের মাধ্যমে শুরু সভার …র প্রধান নির্বাহী রফিক আহামদ এর …ষ্ঠিত হয়। সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন … মো. ফারুক। …শ সভার কার্যবিবরণী উপস্থাপন করেন …সুদের পক্ষে সিনিয়র পরিচালক স্বপ্না …২-২০২৩ অর্থবছরের অডিট রিপোর্ট …হোসেনের পক্ষে পেশ করেন পরিচালক …ত বিশেষ সাধারণ সভার কার্যবিবরণী বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৩ সর্বসম্মতভাবে … সভায় মো. জাহাঙ্গীর আলম যোসেফ …গুপ্তাকে সাধারণ সম্পাদক সহ মোট ৭ … কার্যকরী কমিটি (২০২৪-২০২৬), …ভাপতি করে মোট ৫ সদস্য বিশিষ্ট …সাকে সভাপতি করে ৫ সদস্য বিশিষ্ট …য়। সভায় বক্তব্য রাখেন বদিউজ্জামান …ম্মান নবী, আশফাক আহমেদ, সৈয়… কামাল যাত্রা, আলাউদ্দিন আল …

সুপ্রভাত

একুশে পদকপ্রাপ্ত রফিক আহামদকে এনজিওর সংবর্ধনা

দৈনিক আজাদী

মমতার মিনি ম্যারাথন সম্পন্ন

মমতা পরিচালিত কৈশোর কর্মসূচির উদ্যোগে নগরীর আগ্রাবাদ এলাকায় কিশোর-কিশোরীদের অংশগ্রহণে মমতার মিনি ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় ১৩ জুন। প্রতিযোগিতার পূর্বক সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন চসিক কাউন্সিলর নাজমুল হক ডিউক। মমতার পরিচালক তৌহিদ আহমেদের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান আলোচক ছিলেন চসিক কাউন্সিলর শেখ মো. জাফরুল হায়দার চৌধুরী সবুজ ও প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন যুব উন্নয়ন অধিদফতর চট্টগ্রামের সহকারী পরিচালক মো. আব্দুল হান্নান আলম। এ সময় উপস্থিত ছিলেন হালিশহর থানার এসআই সহদেব, এসআই … …ক মাসুদ করিম চৌধুরী ও মমতা কৈশোর কর্মসূচির …গ্রাম অফিসার সহ অন্যান্যরা। পিকেএসএফের …র কর্মসূচির মিনি ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতা নগরীর …

দৈনিক দেশ বর্তমান

মমতা নগর মাতৃসদনে আস্থা রোগী-স্বজনদের

ডেলিভারি ছাড়ালো এক লাখ

সমকাল

কল্যাণের মাধ্যমে স্রষ্টার সন্তুষ্টি অর্জনই মানুষের মূল লক্ষ্য হোক

দৈনিক আজাদী

নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে কাজ করছে মমতা

দৈনিক আজাদী

শারীরিক প্রতিবন্ধীকে মমতার হুইলচেয়ার প্রদান

শারীরিক প্রতিবন্ধী এক ব্যক্তিকে হুইল চেয়ার প্রদান করেছে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা মমতা। সম্প্রতি বিনামূল্যে

শারীরিক প্রতিবন্ধীকে হুইল চেয়ার প্রদান করছেন মমতার প্রধান নির্বাহী রফিক আহামদ

হুইলচেয়ারটি বিতরণ করেন মমতার প্রধান নির্বাহী রফিক আহামদ। মমতা অডিটরিয়ামের প্রাঙ্গনে বিতরণকালে উপস্থিত ছিলেন মমতার কার্যকরী পরিষদের সভাপতি মো. জাহাঙ্গীর আলম জোসেফ, উপ-প্রধান নির্বাহী মো. ফারুক, সহকারী প্রধান নির্বাহী মোহাম্মদ শাহারিয়ার প্রমুখ। প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

দৈনিক পূর্বদেশ

মমতার কৃষি ও মৎস্য উপকরণ বিতরণ

মমতার কৃষি ও মৎস্য উপকরণ বিতরণ

দৈনিক পূর্বদেশ

মমতার সদস্যদের সাথে উঠান বৈঠক করেন মমতার প্রধান নির্বাহী, একুশে পদকপ্রাপ্ত সমাজসে…

কর্ণফুলি উপজেলায় মমতার উঠান বৈঠক

নিয়মিত মাঠ পরিদর্শনের অংশ হিসেবে মমতা'র প্রধান নির্বাহী ও একুশে পদকপ্রাপ্ত ব্যক্তিত্ব আলহাজ্ব …

এসময় তিনি মমতা সঞ্চয় ও ঋণদান কর্মসূচির 'দলনেত্রীদের নেতৃত্বের বিকাশ ও দল ব্যবস্থাপনা বিষয়ক' এক কর্মশালায় যোগদান করে …

দৈনিক আজাদী

লায়ন রফিক আহামদকে ক্রেস্ট প্রদান করছেন অতিথিবৃন্দ

একুশে পদকপ্রাপ্ত লায়ন রফিক আহামদকে সংবর্ধনা

লায়ন্স ইন্টারন্যাশনাল, জেলা ৩১৫ বি৪ এর প্রাক্তন গভর্নর লায়ন রফিক আহামদ সমাজ সেবায় অনন্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ একুশে পদক প্রাপ্তি উপলক্ষে গত ৯ মার্চ … সুকান্ত ভট্টাচার্য, লায়ন আল সাদাত দোভাষ, দ্বিতীয় ভাইস গভর্নর লায়ন মোসলেহ্ উদ্দিন আহমেদ (অপু), কেবিনেট সেক্রেটারি লায়ন এইচ কে পারভীন, লায়ন ফারজানা …

মমতা
MAMATA
সেবাই শক্তি
Since 1983

মমতা'র কর্মএলাকা জুন ২০২৪ পর্যন্ত

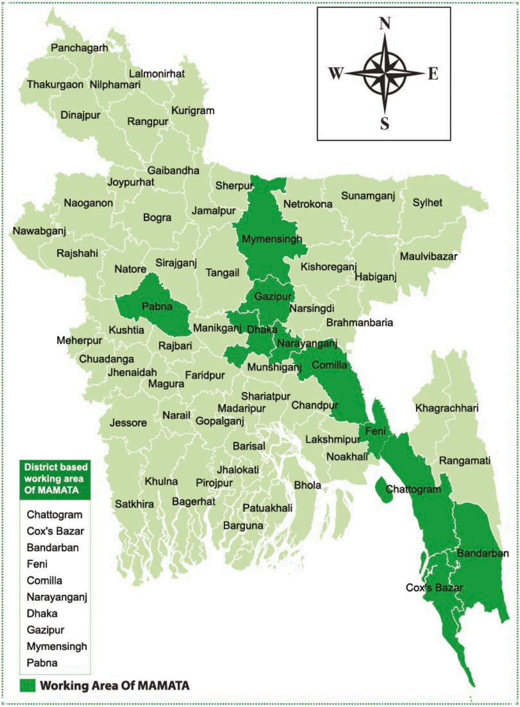

মমতা বার্তা :
আগস্ট ২০২৪

উপদেষ্টা মন্ডলী :
১. আলহাজ্ব রফিক আহমদ
২. মো. ফারুক
৩. মোহাম্মদ শাহারিয়ার
৪. স্বপ্না তালুকদার

সম্পাদক :
তৌহিদ আহমদ

সম্পাদকীয় সদস্য বৃন্দ :

গ্রাফিক্স ডিজাইন :
আইসিটি বিভাগ, মমতা।